ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৬৪
আগরতলা, ১৫ মে,২০১৮

সিপাহীজলা ভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী
উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে রাজনৈতিক রঙ দেখা চলবে না

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে সব প্রকল্প রয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। আর তা করতে পারলেই আমরা ত্রিপুরাকে আগামী ৩ বছরের মধ্যে মডেল রাজ্য বানাবার যে স্বপ্ন দেখেছি তা পূরণ করা সম্ভব হবে। আজ সিপাহীজলার জেলা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে সিপাহীজলা জেলা ভিত্তিক পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের যে সকল প্রকল্প রয়েছে তা গ্রাম স্বরাজ কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্পগুলি প্রকৃত গরীবদের মধ্যে যাতে প্রদান করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্ষেত্রে কোনও ধরণের রাজনৈতিক রঙ দেখা চলবে না। মুখ্যমন্ত্রী সভায় জেলা শাসক, বিভিন্ন ব্লকের বি ডি ও এবং পঞ্চায়েত সচিবদের মাঠে গিয়ে কাজ তদারকি করতে নির্দেশ দেন। গ্রামের মানুষদের কাছে গিয়ে তাদের সমস্যার কথা জেনে তা সমাধান করার জন্য জেলা শাসক ও বি ডি ও-দের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় সিপাহীজলার জেলা শাসক জানান, স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে এই জেলায় ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৬ হাজার ৩০টি শৌচালয় নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪৩৭টি শৌচালয় নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার আগামী ১৫ আগস্টের মধ্যে ত্রিপুরাকে খোলা জায়গায় মলত্যাগ মুক্ত রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে। এজন্য বি ডি ও-দের ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের সাহায্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলায় যে শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে সেগুলি যথাযথ হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য জেলা শাসক ও বি ডি ও-দের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জেলা শাসক জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) এই জেলায় ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে ১ হাজার ৮৯৮টি ঘর নির্মাণ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে ৩২৪টি ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (গ্রামীণ) এই জেলায় ১৫৮টি ঘর প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছিলো। ইতিমধ্যে ৫টি ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাকিগুলির কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে বলেন, গত অর্থবর্ষ এবং চলতি অর্থবর্ষের ঘর নির্মাণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। ঘর প্রদানের ক্ষেত্রে কোনও প্রকৃত গরীব যাতে বঞ্চিত না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এস ই সি সি লিস্ট সময়ের মধ্যে প্রকাশ করে সুবিধাভোগীদের মধ্যে ঘর প্রদান করতে জেলা শাসক ও বি ডি ও-দের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

***২-এর পাতায়

জেলা শাসক পর্যালোচনা সভায় জানান, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে সিপাহীজলা জেলায় ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে মোট ৯ কোটি ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৯০৭ টাকা পাওয়া গিয়েছিলো। তা দিয়ে ঐ অর্থবর্ষে ৩৩টি বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য নেওয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে ১৯টি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকি ১৪টির কাজ চলছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে ৮ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬০৩ টাকা পাওয়া গেছে। এই প্রকল্পে এ অর্থবর্ষে ৪১টি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে যে সকল কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য জেলার সকল বি ডি ও-দের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতিটি কাজে যাতে গুণগতমান বজায় থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখার জন্য বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় জেলা শাসক জানান, স্কীল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে এই জেলায় ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মোট ৫৭৫ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৪৮৫ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যারা স্কীল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের মুদ্রা যোজনা, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সকল প্রকল্পগুলি নিয়ে বড় হোর্ডিং বানিয়ে জেলার বিভিন্ন ব্যাংকের সামনে লাগানোর জন্য জেলা শাসককে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। জনগণ যাতে এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে আরও বিশদে জানতে পারেন তার জন্য দায়িত্ব নিয়ে এই কাজটা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন।

সভায় জেলা শাসক জানান, রেগায় চলতি বছরে এখন পর্যন্ত মোট ৩০ হাজার ৩১৬ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জেলায় শ্রম দিবস আরও বেশি সৃষ্টি করতে হবে। মোহনভোগ এলাকা আনারস চাষের জন্য খুবই উপযোগী। তাই ঐ এলাকায় রেগার মাধ্যমে বেশি করে আনারস চাষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া পাট্টা প্রাপ্ত জমিতে রেগার মাধ্যমে আনারস, বাঁশ ইত্যাদি চাষ করার জন্যও বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় জেলা শাসক জানান, উজ্জ্বলা যোজনায় সিপাহীজলা জেলায় ৯ হাজার ৫১৪ জনকে গ্যাস কানেকশন দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৮ জুনের মধ্যে জেলায় উজ্জ্বলা যোজনায় গ্যাস কানেকশন দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে তা সম্পন্ন করতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। গ্যাস এজেন্সিগুলির সঙ্গে কথা বলে তাদের নির্দিষ্ট সময়সীমা ঠিক করে দেওয়ার জন্যও জেলা শাসককে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

জেলা শাসক আরও জানান, সৌভাগ্য যোজনায় জেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে জেলায় এই যোজনায় মোট ২ হাজার ৮৩টি আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে হুক লাইন মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। হুক লাইন ব্যবহারের জন্য রাজ্যের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। হুক লাইন ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

***৩-এর পাতায়

যেসব পরিবারে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইসব পরিবারে সৌভাগ্য যোজনার মাধ্যমে আগামী ৩১ মে-র মধ্যে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার জন্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক আধিকারিককেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সরকারী কাজে কোনও ধরণের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের যে সব প্রকল্প রয়েছে তা কার্যকর করতে অর্থের কোনও অভাব হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য অর্থের মঞ্জুরী দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আমাদের রাজ্যের কুইন আনারসকে বিভিন্ন দেশে ও আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাজারজাত করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, সাব্রুমে ফেণী নদীর উপর ব্রীজটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের গেটওয়ে হবে ত্রিপুরা। ২০১৯ সালের মধ্যে ব্রীজটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন বিষয়ে উপকৃত হবে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি। এছাড়াও, রাজ্য সরকার রাজ্যে আই টি হাব তৈরীর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েও কাজ করছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের উন্নয়নে যে সব পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সেগুলি সম্পাদন করার জন্য সকল স্তরের আধিকারিকদের সহযোগিতা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিধায়ক ভানুলাল সাহা, মুখ্য সচিব সঞ্জীব রঞ্জন, মুখ্যমন্ত্রীর অতিরিক্ত সচিব ড. মিলিন্দ রামটেকে, পূর্ত দপ্তরের সচিব শান্তনু, সিপাহীজলার ৭টি ব্লকের বি ডি ও-গণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

*****